দৈনিক সংবাদ

তারিখ APR 16 1999
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৭

17

প্যারিস বৈঠকে আলোচ্যসূচি

জনপ্রশাসন ও আর্থিক খাত সংস্কারই মূল

॥ রেজা রায়হান ॥

প্যারিসে বাংলাদেশ উন্নয়ন ফোরামের বৈঠকের আলোচনায় জনপ্রশাসন ও আর্থিক খাত সংস্কার বিষয় সর্বোচ্চ প্রাধান্য পাবে।

দাতা দেশ ও সংস্থাগুলো বাংলাদেশে প্রশাসনিক সংস্কারের জন্য দীর্ঘদিন ধরে তাগিদ দিচ্ছে। এ ব্যাপারে এ যাবত কোন অগ্রগতি না হওয়ায় দাতা দেশ ও সংস্থাগুলোর অসন্তোষ রয়েছে। দাতাদের ব্যাংকিং সেক্টর সম্পর্কেও একই মনোভাব।

প্রশাসন ও ব্যাংকিং খাতে সংস্কারের ব্যাপারে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি না হওয়ায় প্যারিস বৈঠকে এ বিষয়টি দাতাদের আলোচনায় প্রাধান্য পাবে। প্যারিস বৈঠকের জন্য বিশ্বব্যাংক প্রণীত স্মারকে বাংলাদেশের বেসামরিক প্রশাসন, পুলিশ, বিচারব্যবস্থা, কর প্রশাসন এবং ব্যাংকিং খাতের দুর্নীতি, অব্যবস্থা, মন্দ ঋণের মত নেতিবাচক দিকগুলো তুলে ধরা হয়েছে। প্যারিস বৈঠকে দাতাদের আলোচনায় এ মনোভাবেরই প্রতিফলন ঘটবে।

আগামী ১৯শে এপ্রিল সোমবার প্যারিস সময় সকাল ৯টায় বাংলাদেশ উন্নয়ন ফোরামের বৈঠক শুরু হবে। বৈঠকে সভাপতিত্ব করবেন বিশ্বব্যাংকের দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া অঞ্চলের ভাইস প্রেসিডেন্ট মিকো মিৎসুমিজু। সভাপতির উদ্বোধনী বক্তব্যের পর অর্থমন্ত্রী শাহ এ এম এস কিবরিয়া বক্তব্য রাখবেন। এরপর

প্যারিস ঃ পৃঃ ১১ কঃ ৫

প্যারিস ঃ বৈঠকে আলোচনা

(১ম পৃষ্ঠার পর)

আইএমএফ-এর পক্ষ থেকে বক্তব্য রাখা হবে।

প্যারিস সময় সকাল ১১টায় শুরু হবে উন্নয়ন ফোরামের প্রথম অধিবেশন। এ অধিবেশনের বিষয় হচ্ছে জনপ্রশাসন সংস্কার ও শাসন। এ সম্পর্কে সরকারি উপস্থাপনার পর বেসামরিক প্রশাসন, বিচার বিভাগ ও আইন-শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনী, শুল্ক ও কর প্রশাসন, স্থানীয় প্রশাসনসহ প্রশাসনিক সংস্কার বিষয়ে ইউএনডিপি, যুক্তরাজ্য ও কানাডার প্রতিনিধিরা বক্তব্য রাখবেন।

বেলা ২টায় দ্বিতীয় অধিবেশনে মানব উন্নয়ন ও ক্ষমতায়ন বিষয়ে সরকারের পক্ষ থেকে একটি উপস্থাপনা রয়েছে। এরপর স্বাস্থ্য ও শিক্ষা সম্পর্কে আলোচনা অনুষ্ঠিত হবে। এতে শিক্ষা বিষয়ে যুক্তরাষ্ট্রের বৈদেশিক সাহায্য সংস্থা, নরওয়ে ও এডিবি এবং স্বাস্থ্য বিষয়ে সুইডেন, নেদারল্যান্ড এবং ইউএনডিপির প্রতিনিধিরা আলোচনা করবেন।

প্রথম দিনের শেষ অধিবেশন শুরু হবে বেলা ৪টায়। এতে খাদ্য নিরাপত্তা বিষয়ে উপস্থাপনা ও আলোচনা অনুষ্ঠিত হবে। বিশ্বখাদ্য কর্মসূচি, অস্ট্রেলিয়া ও ডেনমার্কের প্রতিনিধিরা এ সম্পর্কে আলোচনায় অংশ নেবেন।

২০শে এপ্রিল উন্নয়ন ফোরামের দ্বিতীয় দিনের প্রথম অধিবেশন শুরু হবে সকাল ৯টায়। এতে আর্থিক খাত সংস্কার বিষয়ে সরকারি উপস্থাপনার উপর এডিবি, আইএমএফ এবং সুইডেনের প্রতিনিধিরা আলোচনা করবেন। বেলা ১১টায় ক্ষুদ্র ঋণ বিষয়ে উপস্থাপনা। এ বিষয়ে কানাডা ও সুইজারল্যান্ডের প্রতিনিধিরা বক্তব্য রাখবেন।

বেলা ১২টায় বাংলাদেশ সরকারের সমাপনী মন্তব্য এবং আলোচনা সম্পর্কে সভাপতির সারসংক্ষেপ। বেলা ১টায় উন্নয়ন ফোরাম শেষ হবে।

বেলা ২টায় প্যারিসে বিশ্বব্যাংক ও বাংলাদেশ সরকারের যৌথ সাংবাদিক সম্মেলন। ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে ঢাকার পরিবাগস্থ বিশ্বব্যাংক অফিসে আমন্ত্রিত সাংবাদিকরা প্যারিসের সাংবাদিক সম্মেলনে প্রশ্ন করার সুযোগ পাবেন।

২১শে এপ্রিল সকাল সাড়ে ৯টায় শুরু হবে একদিনের বাংলাদেশ বিনিয়োগ ফোরাম। শুরুতেই ভিডিওতে প্রধানমন্ত্রীর শুভেচ্ছা বাণী। এরপর আইএফসি, বিশ্বব্যাংক ও সরকারের পক্ষ থেকে সূচনা বক্তব্য।

সকাল পৌনে ১০টায় বাংলাদেশে বিনিয়োগের পরিবেশ সম্পর্কে সরকারের পক্ষ থেকে উপস্থাপনায় অবকাঠামো উন্নয়নের উপর অগ্রাধিকার থাকবে। এরপর আইএফসি এবং মিগার প্রতিনিধিরা এ সম্পর্কে আলোচনা করবেন।

পৌনে ১২টায় জ্বালানি খাত সম্পর্কে খোলামেলা আলোচনায় গ্যাস খাত সম্পর্কে অক্সিডেন্টাল এবং বিদ্যুৎ খাত সম্পর্কে খুলনা পাওয়ার কোম্পানি এবং এইএম হরিপুর প্রাইভেট লিঃ তাদের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করবে। মধ্যাহ্নভোজের পর বেলা ২টায় অন্যান্য খাত সম্পর্কে আলোচনা হবে। এতে ইপিজেড সম্পর্কে ইয়াং ওয়ান কর্পোরেশন, টেলিযোগাযোগ সম্পর্কে টেলিনর, টেলি রোড সম্পর্কে ইন্টাটোল, বন্দর সম্পর্কে এসএসএ এবং পানি সরবরাহ সম্পর্কে ভিভেন্দি আলোচনায় অংশ নেবে।

বেলা সোয়া ৩টায় বাংলাদেশে সরাসরি বৈদেশিক বিনিয়োগে অর্থায়নের অভিজ্ঞতা সম্পর্কে বক্তব্য রাখবে এএনজেড ইনভেস্টমেন্ট ব্যাংক। এরপর প্যানেল আলোচনা ও প্রশ্নোত্তর পর্ব। সভাপতির সমাপনী বক্তব্যের মধ্য দিয়ে বিকেল সাড়ে ৫টায় বিনিয়োগ ফোরাম শেষ হবে।

এদিকে, উন্নয়ন ফোরামের বৈঠকে যোগদানের জন্য অর্থমন্ত্রীর নেতৃত্বে বাংলাদেশ প্রতিনিধিদল আজ শুক্রবার প্যারিস যাচ্ছে। ১৮ই এপ্রিল সন্ধ্যা সাড়ে ৭টায় প্যারিসের র‍্যাফেল হোটেলে প্রতিনিধিদলের সদস্যদের সম্মানে বিশ্বব্যাংক নৈশভোজের আয়োজন করেছে।